দৈনিক ইত্তেফাক

JUL 07 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ..১৬ কলাম ..৩......

ছাত্রলীগের ভার্সিটি শাখার কমিটি গঠন নিয়ে ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ অফিস ভাংচুর ॥ ২ নেতা বহিষ্কার

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে গতকাল রবিবার সংগঠনের একদল বিক্ষুব্ধ কর্মী ধানমন্ডির ১২ নম্বরে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ভাংচুর এবং ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতাকে লাঞ্ছিত করে। ভাংচুরের ঘটনায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ২ নেতাকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এদিকে বহিস্কৃত ছাত্রলীগ নেতা বিপ্লব সরকার সংগঠন থেকে পদত্যাগ করেছেন। জানা যায়, গতকাল সকালে ধানমন্ডির ৫ নম্বরে 'সুধাসদনে' আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ভোটাভুটির মাধ্যমে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করার নির্দেশ দেন। দুপুরে ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনাও করেন। বিকেল ৩টায় আওয়ামী লীগ নেতা ওবায়দুল কাদের ধানমন্ডির ১২ নম্বরে এসে আকস্মিক ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দেলোয়ার হোসেন এবং হেমায়েত উদ্দীন হিমুর নাম ঘোষণা করলে সংগঠনের একটি গ্রুপ এর বিরোধিতা করে এবং ওবায়দুল

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রলীগের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কাদেরের সাথে তীব্র বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। এ সময় সংগঠনের সহ-সভাপতি আবদুল ওয়াদুদ খোকন ও বিপ্লব সরকারের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ ক্ষুব্ধ কর্মীরা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ভাংচুর চালায় এবং ওবায়দুল কাদেরকে গালিগালাজ করে একটি কক্ষে আটকিয়ে রাখে। ছাত্রলীগ কর্মীরা সংগঠনের এক সাবেক নেতা সুজিৎ রায় নন্দীকে লাঞ্ছিত করে। পরে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীরা এসে ওবায়দুল কাদেরকে কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে যায়। গত শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত ছাত্রলীগের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে কয়েকদফা সভা চলার পরেও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। সংগঠনের একটি গ্রুপের দাবী ছিল ভোটাভুটি এবং অপর গ্রুপের দাবী ছিল মনোনয়নের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা। ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে অপর্না পাল এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে সাইফুন্নবী সাগরের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ভাংচুরের এ ঘটনায় সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াদুদ খোকন এবং কেন্দ্রীয় সদস্য বিপ্লব সরকারকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার নিকট পদত্যাগপত্রে বিপ্লব সরকার উল্লেখ করেছেন, দীর্ঘ ১৩ বছর ছাত্র রাজনীতি করে অনেক যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা সত্ত্বেও চারটি যোগ্যতা অর্জন করতে না পারার অপরাধে (?) আমি ছাত্রলীগের জাতীয় কার্যকরী সংসদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। আমার অপরাধ (?) (১) আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একজন মানুষ, (২) আমার বাড়ী ফরিদপুর নয়, (৩) আমি হেমায়েত উল্লাহ আওরঙ্গের লোক নই, (৪) আমার বাড়ী বরিশাল নয়। ভাংচুরের ঘটনা সম্পর্কে ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল ওয়াদুদ খোকন গতকাল দৈনিক ইত্তেফাককে বলেন, ভাংচুরের ঘটনার সাথে আমার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। সভানেত্রী ভোটাভুটির কথা বলেছেন। আমি ভোটাভুটির এই প্রক্রিয়ার পক্ষে কথা বলতে গিয়েই চক্রান্তের শিকার হয়েছি। আমি যাতে রাজনীতি করতে না পারি কয়েকজন লোক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ভাংচুরের সকল ঘটনা আমার উপর চাপিয়েছে। আমি সেখানে ছিলাম না।